হার্জ
দুঃসাহসী টিনটিন
চন্দ্রলোকে অভিযান
252
আনন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

চন্দ্রলোকে অভিযান

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা ৯

টিনটিন * হার্জে

চন্দ্রলোকে অভিযান

সাবধান
গরর্‌ !

!
?

কুট্টুস ! এদিকে আয় !

ডিং
ডং
ডিং
?

নাঃ, অস্বাভাবিক কিছু নেই ।
ওটা কী নেস্টর ?

আপনার নামে টেলিগ্রাম ।
আশ্চর্য ! আমি ফিরেছি তা কে জানল ?

B
POST OFFICE
OVERSEAS TELEGRAM
CAPTAIN HADDOCK MARLINSPIKE HALL MARLINSHIRE
KLOW 31 28 1128
AM IN SYLDAVIA STOP COME AND JOIN
ME STOP BRING TINTIN STOP PLEASE
WIRE DATE OF ARRIVAL THIS ADDRESS STOP
KLAZDROJE 86 KLOW REGARDS =
CALCULUS

আমাদেরও যেতে বলেছেন ।
যাব ?

আলবাত যাব ! তা হলে আর ব্যাগ-ট্যাগ খুলবার দরকার নেই ।

দু'দিন বাদে...

সিলভানিয়া সম্পর্কে এই চটিবইটা পড়েছ ? ওখান থেকে নাকি মিনারেল ওয়াটার রফতানি করা হয় ।... কী ব্যাপার ?
ভাবছি তিনি চিঠি লিখলেন না কেন ।

চিঠি না লিখুন, টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন।
দুটো কি এক ব্যাপার ? তিনিই যে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, তার প্রমাণ কী ? তারপর ওই রহস্যময় টেলিফোন ।

তাই তো, মহা ভাবনায় পড়া গেল ।
?

2

আপনার পানীয়...
ধন্যবাদ ।
না না, ও কী করছেন ?
?
মিনারেল ওয়াটার মেশাতে হবে না ।
দু'ঘন্টা বাদে...
এসে গেছে...আপনারা সিট-বেল্ট বেঁধে নিন ।
কে জানে, ক্যালকুলাস এয়ারপোর্টে এসেছেন কি না...
না, তাঁকে দেখছি না । আমাদের টেলিগ্রাম নিশ্চয় পেয়েছেন, ক্যালকুলাস তা হলে এলেন না কেন ?... কাস্টমসে কিছু ডিক্লেয়ার করবার আছে ক্যাপ্টেন ?
না । কিচ্ছু না ।
মাদকদ্রব্য আনার জন্য আপনাকে প্রচুর শুল্ক দিতে হবে ।
উঃ ! শুল্ক বাবদে ৮৭৫ খোর আদায় করে ছাড়ল । ডাকাত ।
ক্যালকুলাসকে দেখছি না কেন ?
পাসপোর্ট দেখান ।
আপনি ক্যাপ্টেন হ্যাডক ? আর ইনি টিনটিন ?
হ্যাঁ ।
আপনাদের বন্ধু আসতে পারেননি... গাড়ি পাঠিয়েছেন...আমার সঙ্গে আসুন...
গাড়ি পাঠিয়েছেন ? বেশ, বেশ । তা হলে যাওয়া যাক ।
আমাদের মালপত্র কোথায় ?
গাড়িতে তুলে দিয়েছি ।
লোক দুটিকে দেখে রাখো ! ম্যামথ-এ যাচ্ছে ! ইতিমধ্যেই জেপো ওদের পাকড়াও করেছে ।

3

ক্যালকুলাস সত্যি খাসা লোক।
গাড়ি...শোফার...চাপরাশি...ভাবা যায় ?
হুম !

দিব্যি জায়গা। কী হে, বারবার
পিছন ফিরে কী দেখছ ?
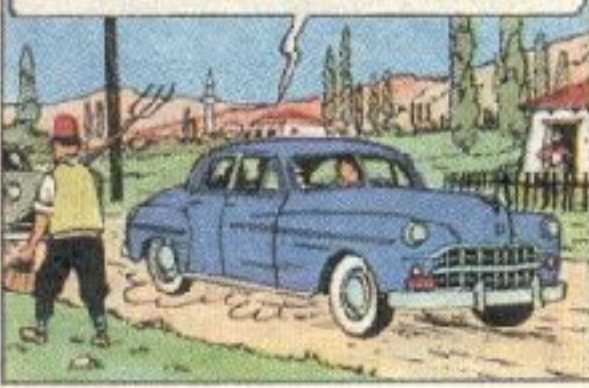
পিছনের গাড়িটাকে। এয়ারপোর্ট
থেকেই ওটা আমাদের পিছু নিয়েছে।
ওরাও বোধ হয় আমাদেরই
মতো ক্লো-শহরে যাবে।

দেখা যাক।...সামনেই একটা লোকালয়...

আরে, আমরা ক্লো-শহরের পথ ছেড়ে অন্য
দিকে যাচ্ছি কেন ?
KLOW

ওহে ড্রাইভার, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ
আমাদের ?
?
স্প্রোজ।

তার মানে ? কোথায় যাচ্ছি
ঠিক করে বলো।
বললুম তো, স্প্রোড।

রাস্তা খারাপ
আস্তে চালাও

?

উরেব্বাবা, এ কী রাস্তা।
ওহে ড্রাইভার...
একটু বাদেই ভাল
রাস্তায় পড়ব।

দু' ঘন্টা বাদে....
সেই গাড়িটা এখনও পিছু ছাড়েনি।

কোথায় যাচ্ছি রে
বাবা। ক্যাপ্টেন,
সামনের...

সাইনবোর্ডটা দ্যাখো।
বিনা
অনুমতিতে
প্রবেশ
নিষেধ।

জল খাব। গাড়ি থেকে নেমে দেখি, পিছনের গাড়িটা কী করছে।
হুল্ট। ইন্ জেখুজ ব্রাভে।
!!!
তার মানে? পর্যটকদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে শেখোনি?
?
তেষ্টা পেয়েছে। তেষ্টা। গলা শুকিয়ে গেছে।
দোজ্ট
ভ্লাদিমির। ফাজ ক্লোয়াসা ভু জাগে...দোজ্ট।
যাক্, বুঝেছে!
উরেবাবা, আবার সেই সোডা ওয়াটার? এই খেয়ে তেষ্টা মেটাতে হবে?
?
টিকটিকি...গিরগিটি...গোসাপ...বেবুন...বানর। পুলিশ হয়েছ, অথচ বোতল খুলতে শেখোনি।
এসো ক্যাপ্টেন, গাড়ি ছাড়বে।
হনুমান।
SECURITY AREA
আধ ঘণ্টা বাদে...
ক্যাপ্টেন। দ্যাখো, একটা হেলিকপ্টার।

রাস্তার ওপরে হেলিকপ্টার নামছে। ব্যাপার কী ?
চেক-পোস্ট ?

আবার চেকিং ?

জ্রাজমো সালু এন্ডজোখোজড।

উড়ন্ত চেক-পোস্ট। বাপ রে।

বি এইচ কলিং কন্ট্রোল। 'ব্লু বেল' চেক-পয়েন্ট পেরিয়ে গেল।

এত চেকিং কেন ? কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের ?
তাই তো ভাবছি।

একটা বাড়ি। ক্যালকুলাস কি ওখানেই থাকে ?
হ্যাঁ।

এত জায়গা থাকতে ক্যালকুলাস এখানে এল কেন ? আরে, আবার চেকিং !

এত পাহারা, ব্যাপার কী ?

যাচ্চলে, পাসপোর্টও নিয়ে গেল।

'ব্লু বেল' এসে গেছে। সব ঠিক আছে। দরজা খোলো।

জ্রাজমো। জো নাউন জোতেউই এব টুন...
যাক, যেতে পারি।
গাড়

যাচ্চলে। এ যে একটা গ্যারাজের মধ্যে ঢোকাচ্ছে। এ কীরকম ব্যবহার !

?
?

পিছনের দরজা আপনা থেকেই বন্ধ হল ।
সামনের দরজাও আপনা থেকে খুলে যাচ্ছে ।
আসুন, আসুন ।
যাক, তা হলে পৌঁছেছি ।
ধ্যুত । গাড়ির দরজা বড্ড নিচু ।
মিঃ টিনটিন, আমি প্রোফেসর ক্যালকুলাসের সহকারী ফ্র্যাংক উল্ফ।
ধন্যবাদ ।
আচ্ছা মশাই, এয়ারপোর্ট থেকে এই গুণ্ডারা আমাদের পিছু নিয়েছে কেন ?
গুণ্ডা নয়, ওরা জেপের লোক ।
জেপো ? সে আবার কী বস্তু ?
প্রোফেসর ক্যালকুলাসের কাছেই সব শুনবেন ।
পাঁচতলায় যাব । আসুন ।
আগে আপনারা উঠুন ।
?
কেউ !
ওহে,কুকুরটাকে দেখতে পাইনি ।
1 2 3 4 5
আসুন ।
প্রোফেসর ক্যালকুলাস এখানেই কাজ করেন...
?
!
?

?
!
আরে। তোমরা।

এসো ক্যাপ্টেন, এসো।

ওহো, মাথার এই হেলমেটের কথা মনেই ছিল না। মাল্টিপ্লেক্সের হেলমেট। দারুণ শক্ত।
ঠিক বলেছেন, দারুণ শক্ত।

ও, হেলমেটের শক্তি পরীক্ষা করছিলেন। কিন্তু কেন?
না না, কাচ নায়, মাল্টিপ্লেক্স।

মাল্টিপ্লেক্সের এই হেলমেট দিয়ে কী হবে?
নিশ্চয়...নিশ্চয়... আচ্ছা, একটু দাঁড়াও!

হ্যাঁ, এবার বলো।
যাক, তা হলে ট্রাম্পেট ব্যবহার করছেন। কিন্তু ওই যে সব ছোট্ট যন্ত্র আছে, তাই লাগালেই তো হত।

আরে, সেগুলো তো বদ্ধ-কালাদের জন্য...

আর আমি তো ঠিক বদ্ধ-কালা নই।

বাজে কথা ছেড়ে বলুন, এটা কোন জায়গা?
কেন উল্ফ তা জানায়নি?

ওদিকে ক্লো-শহরে...
ম্যামথ-প্রোজেক্ট সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। আমাদের গুপ্তচর কে-২৭ শুধু ওখানকার কর্মীদের একটা তালিকা পাঠিয়েছে। এই দেখুন!

হুম্-কে-২৭ দেখছি চালাক ছেলে।

8

এসো, একটা জিনিস দেখাই।

ওটা দেখে কী মনে হয় ?
কিছুই মনে হয় না।

ওটা হচ্ছে স্প্রজ পরমাণু-গবেষণা কেন্দ্রের অতি ক্ষুদ্র একটা অংশ।
অ্যাঁ, বলেন কী।

হ্যাঁ। বছরচারেক আগে এখানকার মিলপাঠিয়ান পর্বতে প্রচুর ইউরেনিয়ামের খোঁজ মেলে। সিলডাভিয়ান সরকারও অমনই শুরু করেন পরমাণু-গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের কাজ।

বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে আসা হয় পরমাণু-বিজ্ঞানীদের। বলা বাহুল্য, আমরা বোমা বানাব না, পরমাণু-শক্তিকে মানবকল্যাণের কাজে লাগাব।

আমি আছি মহাকাশ-গবেষণাকেন্দ্রের চার্জে। ফ্রাংক উলফ...

আমার সহকারী। পরমাণু-শক্তিচালিত যে রকেট আমি প্রায় তৈরি করে ফেলেছি, তাতে করেই আমি চাঁদে যেতে চাই।

অ্যাঁ, বলেন কী ? চাঁদে আপনি ? হা হা হা হা ! হা হা হা !

চাঁদে। আপনি। হা হা হা।

হো হো হো। চাঁদে। ক্যালকুলাস। হো হো হো।

একা যাবেন ? নাকি সঙ্গী থাকবে ? হো হো হো।

সঙ্গী হওয়ার জন্যই তোমাদের ডেকেছি।
!?
!

অ্যাঁ ? কী বললেন ?

আমি আপনার সঙ্গী হয়ে চাঁদে যাব ? চালাকি পেয়েছেন ? রসিকতা হচ্ছে ? আমি চাঁদে যাব ? কক্ষনো না । কভি নেহি ।

ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন । তুমি যে যাবে তা আমি জানতুম ।

গুড ইভনিং ।

এসো ব্যাকস্টার । চাঁদে যাওয়ার কথা শুনে ক্যাপ্টেন তো দারুণ খুশি । এরা দু'জনেই আমার সঙ্গে চাঁদে যাবে...

অ্যাঁ ? আমি...

ধন্যবাদ । প্রোফেসর বলেছিলেন, আপনি খুব সাহসী লোক । দেখছি তিনি ঠিকই বলেছিলেন ।
ডিরেক্টর জেনারেল ।
কিন্তু আমি...

না, না, বিনয় করবেন না । সত্যি আপনি সাহসী । আর সেইজন্যই তো চাঁদে আপনি প্রথম পদার্পণ করবেন ।

আপনাকেও অভিনন্দন জানাই । তারুণ্যের প্রতিনিধি হিসেবে আপনি চাঁদে যাচ্ছেন ।
মানে...

চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি । আপনারা ক্লান্ত । বিশ্রাম দরকার । একটা কথা । গুপ্তচর আর নাশকদের কথা ভেবে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হয় ।

রাত্রি । করিডরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা ।

১৪ নং প্রহরী জানাচ্ছি, সব ঠিক।

আরে ঠিক তো থাকবেই । মাছিটিরও এখানে ঢুকবার উপায় নেই ।

আরে, এ কী ।

কলিং কন্ট্রোল। কলিং কন্ট্রোল এইচ সেক্টরের করিডরে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এখনই রক্ষীদের পাঠান।

রক্ষী-বাহিনী, এখনই এইচ সেক্টরে যাও।

রিরিরিং
রিরিরিং
রিরিরিং
রিরিরিরিরিং

রিরিরিং
রিরিরিং
রিরিরিং
ঘররর
ঘররর

রিরিরিং
জাগুন প্রোফেসর। পাগলা-ঘণ্টি।
সময় হয়েছে?

ব্যাপার কী?
আগুন।
ওরেব্বাবা।

গোলমেলে ব্যাপার।
সবাই বেরিয়ে আসুন।

ওই তো প্রোফেসর ক্যালকুলাস।

কী বলছ শুনতে পাচ্ছি না।
?
!

ক্যাপ্টেনের পাইপটা কানে লাগিয়েছেন কেন? পাইপ।
?

আরে, সেইজন্যেই শুনতে পাচ্ছিলুম না।

ভাল করে ফেনা ছড়াও।

বানর। বেবুন। ওরাং ওটাং।

শিম্পাঞ্জি। হনুমান। আমি-ই যখন নিবিয়ে ফেলছিলুম...
কী নেবাচ্ছিলেন ?

এই কানের যন্ত্রটা। পাইপ ভেবে আগুন লাগাতেই এর থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে লাগল।
এবোনাইটের জিনিস যে।

পরদিন সকালে
প্রোফেসর এই পাইপটা আপনাকে পাঠিয়েছেন। তিনি আপনাদের সব ঘুরিয়ে দেখাতে বললেন। এই পোশাক পরে নিলে জেপোর লোকরা কিছু বলবে না।
?

আচ্ছা, এই জেপো জিনিসটা কী ?
জেপো মানে গোপু। মানে গোপন পুলিশ। তারা এই পরমাণু-কেন্দ্রের নিরাপত্তার ওপরে নজর রাখে।

আমরা যে চাঁদে যাওয়ার রকেট বানাচ্ছি, তা জেনে কয়েকটা বিদেশি রাষ্ট্র এখানে গুপ্তচর লাগিয়েছে। তাদের ঠেকানোই হচ্ছে জেপোর আসল কাজ। নিন, আমার সঙ্গে আসুন।

ইতিমধ্যে...
সঙ্কেতে এই বার্তাটি পাঠাও যে, এখানকার উচ্চ-মহলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি।

ইউরেনিয়াম-রড এখানে প্লুটোনিয়ামে পরিবর্তিত হয়। প্রোফেসরের রকেটের জ্বালানি হচ্ছে প্লুটোনিয়াম।

প্লুটোনিয়াম উৎপাদনের দুটি স্তর। দুটি স্তরের কাজ সম্পর্কে একটু বাদেই আপনাদের সব বলব। আশা করি বুঝতে আপনাদের অসুবিধে হবে না।
কিচ্ছু না।

এই হচ্ছে পরমাণু-কেন্দ্রে যাওয়ার পথ। পাস্ বের করুন।

এইবারে আমরা তেজস্ক্রিয়তা নিবারক পোশাক পরে নেব। আপনাদের কুকুরছানার জন্যও এক প্রস্থ পোশাক করিয়ে রেখেছি।

বাস, এবারে আসুন।
হুত, আমার পোশাকটা বড্ডই ঢিলে হয়ে গেছে।

!
দেখুন...
?

12
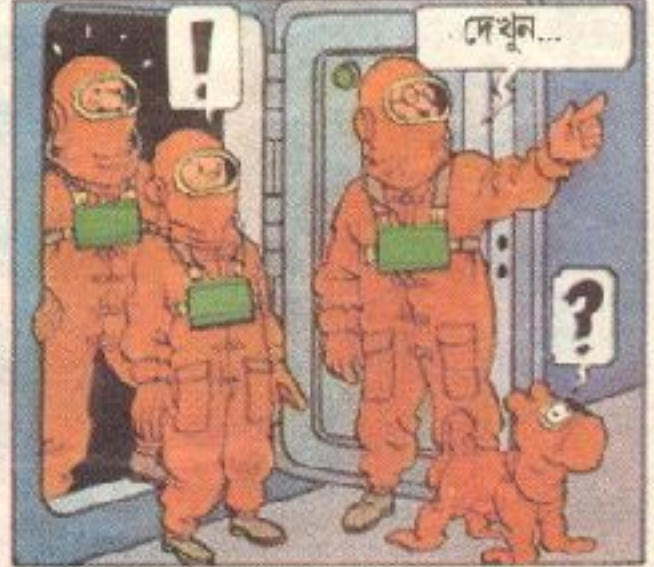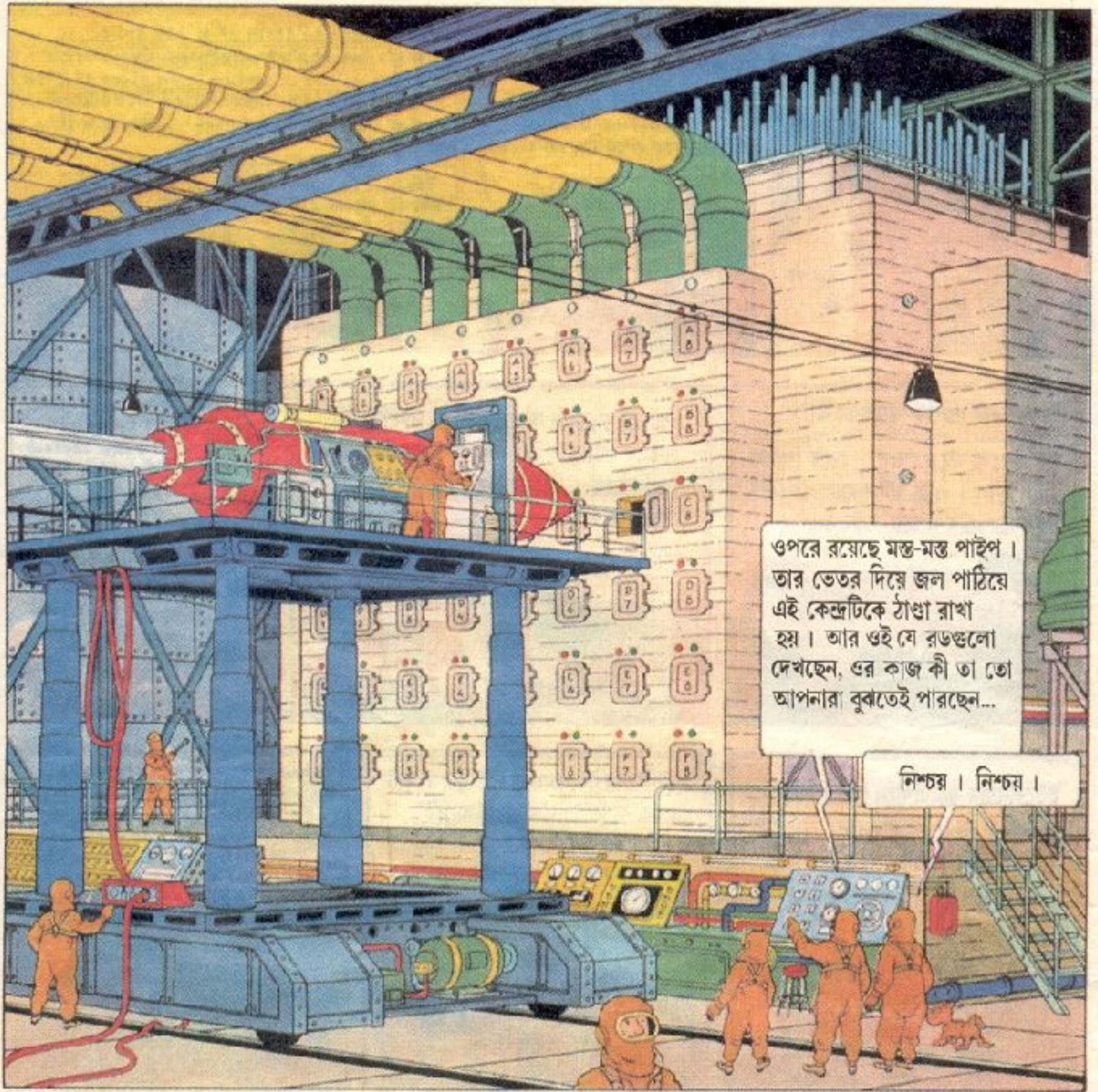
ওপরে রয়েছে মস্ত-মস্ত পাইপ। তার ভেতর দিয়ে জল পাঠিয়ে এই কেন্দ্রটিকে ঠাণ্ডা রাখা হয়। আর ওই যে রডগুলো দেখছেন, ওর কাজ কী তা তো আপনারা বুঝতেই পারছেন...

নিশ্চয়। নিশ্চয়।

লাগেনি তো ?
আরে না, না ।

যাক, তা হলে আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসি । এখন কাজ চলছে ইউরেনিয়াম রডের । এর মধ্যে আছে ৯৯% ইউ-২৩৮ আর মাত্র ১% তেজস্ক্রিয় ইউ-২৩৫ ।

ইউ-২৩৫-এর একটি পরমাণু বিদীর্ণ হলে কি তিনটি নিউট্রন মুক্তি পায় । তার একটিকে তো ইউ-২৩৮-এর পরমাণুও করে নেয়, বাকি দুটির কী হয় ?
আমিও তো তা-ই ভাবছি ।...

গ্রাফাইটের বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে তারা ঘুরতে থাকে, এবং আঘাত করে ইউ-২৩৫-এর একটি পরমাণুকে । সেই পরমাণুও বিদীর্ণ হয় এবং আবার মুক্তি পায় দুটি কি তিনটি নিউট্রন । বুঝলেন ?
নিশ্চয় । নিশ্চয় ।

কিন্তু এই যে প্রক্রিয়া, এটাকেই নিয়ন্ত্রণ করা দরকার । এবং নিজেদের ইচ্ছেমতো এটাকে এখন আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিও ।

অ্যাটেনশন । এঞ্জিনিয়ার ফ্রাংক উলফ,এখনই প্রোফেসর ক্যালকুলাসের সঙ্গে দেখা করুন ।

কী দরকার, কে জানে ।

হ্যাল্লো... হ্যাল্লো... প্রোফেসর, আমি ফ্রাংক উলফ... অ্যাঁ... প্ল্যান গায়েব ?... এখনই আসছি ।

শুনলেন তো ? প্ল্যান মানে আমাদের পরীক্ষামূলক রকেটের বিস্তারিত নকশা । অথচ সিন্দুকে সেটা ছিল, তার তালার কম্বিনেশন প্রোফেসর, ফ্রাংক, আমি ছাড়া কেউ জানে না । চলুন ।

ধুত, পোশাকটা বড্ডই জবরজং ।

মিনিট কয়েক বাদে
আজ সকালে সিন্দুক খুলে দেখি, প্ল্যানের বদলে রয়েছে গুচ্ছের বাজে কাগজ ।

ছি ছি টিনটিন, আমাকে এত বকো, অথচ নিজেই এখন বাজে কাগজ ঘাঁটছ ।

রকেটে থাকবে তথ্য-সংগ্রহের আরও বহু যন্ত্রপাতি ।

পরমাণু-বিদারণের ফলে উদ্ভূত উত্তাপে মোটরটা হয়তো গলে যাবে । মোটেই যাবে না, কেননা ইতিমধ্যে আমি ক্যালকুলন নামে এমন একটা পদার্থ উদ্ভাবন করেছি, কোনও উত্তাপই যাকে গলাতে পারে না । ভাবতেই তো...
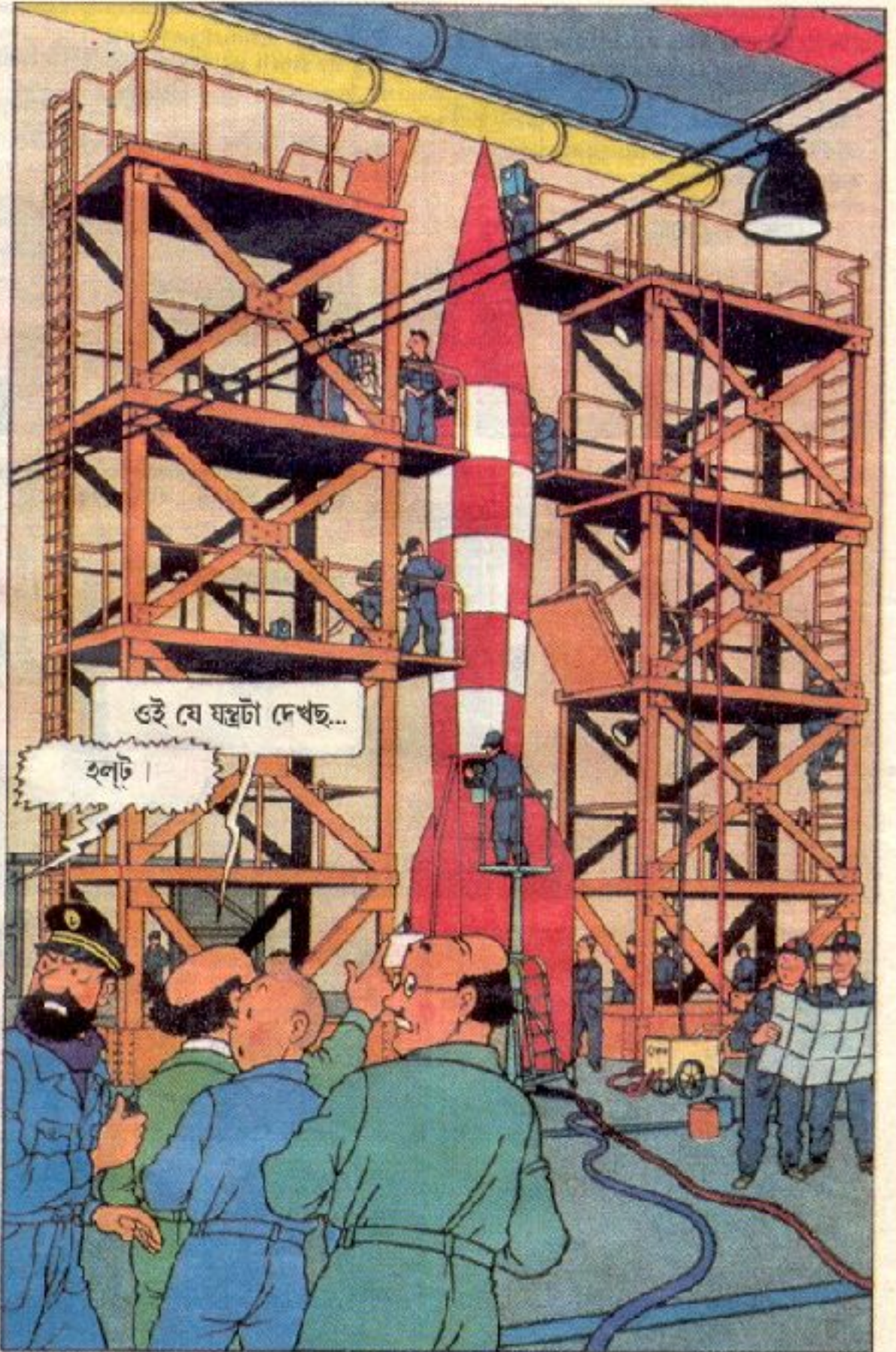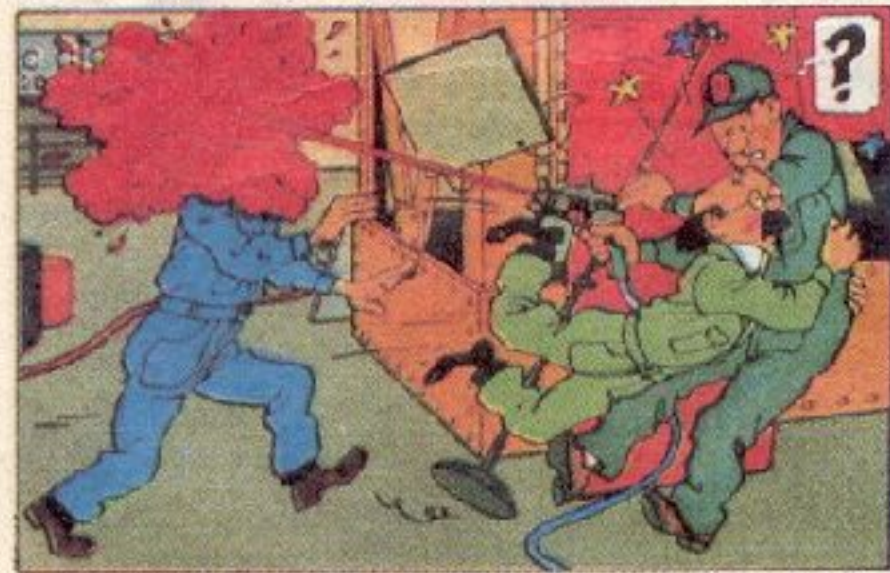
হুঁশিয়ার। অচেনা এরোপ্লেন নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকেছে। তাড়া করে মাটিতে নামাও।

অচেনা প্লেনের পাইলটকে বলছি, ফিরে যাও। নয়তো জোর করে নামানো হবে।
ফিরে যেতে বলছে।
ওসব কথায় কান দিয়ো না।

অচেনা প্লেন, জেনে রাখো, আদেশ না মানলে গুলি চালানো হবে।

গুলি চালাবে বলেছে !
এমনভাবে উত্তর দাও যাতে মনে করে আমরা বিপদে পড়েছি...

পথ... হারিয়েছি... আমাদের... কোথায়...

পথ হারিয়েছে। রেডিয়ো-বার্তা পরিষ্কার নয়। কী করব ?

এবার ঝাঁপ দাও।
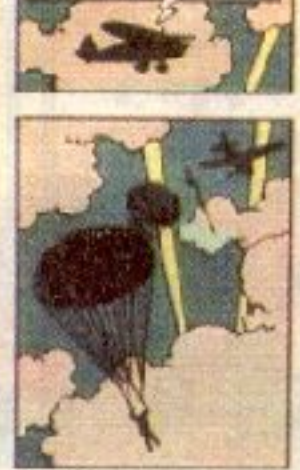
অচেনা প্লেন থেকে তিনটে প্যারাশুট নীচে নামছে।

বিমান-বিধ্বংসী কামান চালাও।

বুম বুম বুম
আরে, এত গোলাগুলি চলছে কেন ?

টউউউউইইই
ওরে বাবা, এ যে গোলা।

ঘররর... ঘরররর...

বুম

প্রোফেসরের ঘরে গোলা ফেটেছে। শিগগির চল।
?

কেউ কি দরজায় টোকা মারল নাকি ?

(এর পর ৫১ পাতায়)

(৩০ পাতার পর)

পরদিন সকালে
একটি ঘোষণা : এ ক্যাটেগরির লোকেরা অবিলম্বে মিঃ ব্যাক্সটারের সঙ্গে দেখা করুন।
অর্থাৎ আমরা ?
হ্যাঁ। চলো।

ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, একটা জরুরি কথা জানাবার জন্য আপনাদের ডেকেছি। গত রাতে একটি অচেনা প্লেন আমাদের এলাকায় ঢুকে তিনটি প্যারাশুট নামায়। একটি প্যারাশুট না-খোলায় একজন মারা গেছে। তার মৃতদেহের সঙ্গে পাওয়া গেছে কিছু অস্ত্র, রসদ ও একটি বেতার-সেট। না, তার পরিচয় জানা যায়নি...

অন্য দু'জন প্যারাশুটিস্টকে আমরা নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে পারব। এদের উদ্দেশ্য হয়তো অস্ত্র পাচার করা, তবে...

অস্ত্রোপচার ? কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে নাকি ?
?

আমরা আশা করি, আপনারা সতর্ক থাকলে তারা ধরা পড়বেই।

ধন্যবাদ। এবার আমি রকেট টিমের সঙ্গে কথা বলব...

আপনার শ্রবণ-যন্ত্র বোধ হয় বিগড়েছে।
না, না, একটু বিগড়ে গিয়েছে মাত্র।

বিস্ফোরণের ফলে একটুকরো পাথর ঢুকে গেছে ওর মধ্যে...

ঝাঁকুনি দিলেই বেরিয়ে যাবে।
কী করছেন প্রোফেসর ?

যাঃ
বাপ্‌স, পাথরটা তো আমার নাকেও লাগতে পারত।
!

আমি দুঃখিত...
ঠিক আছে, ঠিক আছে।

টেলিফোন...
রিরিরিরিরিরিং

প্যারাশুটিস্টরা ধরা পড়েছে ? দু'জনেই ? ...চমৎকার। ...গ্রিক ? ...ঠিক আছে, ওদের এখানে নিয়ে এসো।

মিনিট কয়েক বাদে...
আপনারা ভুল লোককে ধরেছেন।
চোপ।
ঠক
ঠক
ঠক

আমরা নির্দোষ।
নিয়ে এসেছি সার
?
আরে, এ যে মানিকজোড়।

কে তোমরা ? ছদ্মবেশ পরেছ কেন ?
সিলডাভিয়ার জাতীয় পোশাক ছদ্মবেশ ?
এটা সিলডাভিয়ার জাতীয় পোশাক নয়, গ্রিক পোশাক ।
গ্রিক ?
কিন্তু দোকানি যে বলল...
দোকানি আমাদের ঠকিয়েছে ।
কিন্তু প্যারাশুটে করে তোমাদের এখানে নামানো হয়েছে কেন ?
প্যারাশুটে ? আমাদের ? কী বলছেন ।
মিঃ ব্যাক্সটার, আমি এঁদের চিনি, এঁরা গুপ্তচর নন, পুলিশ-অফিসার ।
টিনটিন ।
আরে
পুলিশ ? বটে ?
হ্যাঁ । স্বদেশের লোককে সাহায্য করবার জন্য সরকার আমাদের পাঠিয়েছেন ।
বুঝেছি । কিন্তু আপনাদের পরিচয়পত্র কোথায় ?
সেসব ট্রেনে চুরি হয়ে গেছে ।
মিঃ ব্যাক্সটার, আমি জানি এঁরা সত্যি কথা বলছেন ।
হ্যালো কন্ট্রোল, এরা প্যারাশুটিস্ট নয়, তল্লাশি চালিয়ে যাও ।
কিছু মনে করবেন না, আপনারা মুক্ত ।
ঠিক আছে, ঠিক আছে ।
যা বলছিলাম । ট্রায়াল রকেট শিগগিরই ছাড়া হবে । সুতরাং গুপ্তচররাও সেইদিকেই নজর রাখবে । আমাদেরও তাই হুঁশিয়ার থাকা চাই ।
আপনার অনুমতি পেলে আমি দিন কয়েকের জন্য এখানকার পাহাড়ি এলাকায় একটু ঘুরতে চাই ।
তা বেশ তো । ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগবে ।
দিন কয়েক বাদে...
বাপ্স, পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরতে-ঘুরতে জিভ বেরিয়ে গেল ।
এখান থেকে আমাদের পরমাণু-কেন্দ্র দিব্যি দেখা যায় দেখছি ।
?

কেন্দ্রের ভিতরে যদি গুপ্তচর থাকে, তা হলে বাইরের সহযোগীদের কাছে কীভাবে সে প্ল্যান পাচার করবে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন।

বুঝলি কুট্টুস, কেন্দ্রে দুটো ভেন্টিলেটার দেখেছি যা কেউ পাহারা দেয় না। কথা হচ্ছে, বাইরের লোক সেই ভেন্টিলেটারের কাছে যেতে পারে কি না।

প্রথম ভেন্টিলেটারের বাইরে খাড়া-পাহাড়। ওখানে পৌঁছনো অসম্ভব। আর...

ওই হচ্ছে দ্বিতীয় ভেন্টিলেটার। ওখানে কিন্তু পৌঁছনো যায়।

কুট্টুস, তুই আমার ব্যাগ পাহারা দে...

আমার ধারণা, প্যারাশুটিস্টরা ওই ভেন্টিলেটারের কাছেই আছে।

দেখো বাপু, পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙো না।

ওই ভেন্টিলেটারের মাধ্যমেই নিশ্চয় বাইরের লোকের কাছে প্ল্যান পাচার হয়।

?
ভৌ। ভৌ।

ভালুক-ছানা।
ভৌ। ভৌ।

ব্যাগের ভেতরে মধু-মাখানো রুটি আছে। তার গন্ধে এসে হাজির হয়েছে।

বেশ তো, একখানা খাও।

যাক, রুটি পেয়ে সরে পড়েছে।

তুইও একটা নে কুট্টুস।

আরে, পালাচ্ছিস কেন ?
!!

ওরে বাবা, এ কী ব্যাপার।
ধাড়িরাও এসে গেছে দেখছি।
নে, তা হলে
তোরাই সব খা।
ভালুকগুলো সরে গেছে।
চল, আমরাও সরে পড়ি।
খুব বেঁচে গেছি বাবা।
আগে ক্যাপ্টেনকে
হুঁশিয়ার করি।
তার আগে
আমাকে
নামিয়ে দাও।
হ্যালো...হ্যালো...ক্যাপ্টেন ?
...হ্যাঁ, আমি টিনটিন।
৩ নম্বর ভেন্টিলেটার।
নজর রাখো।
ঠিক আছে, ৩ নম্বর
ভেন্টিলেটারে নজর
রাখছি।
কী ঠাণ্ডা। কম্বল মুড়ি
দিয়ে এখন রাত
জাগতে হবে।
ঘণ্টা কয়েক বাদে...
ও কিসের শব্দ ?
নিশ্চয়ই একজন প্যারাশুটিস্ট।
ভেন্টিলেটারের ফোকর
দিয়ে কেউ ওকে
একতাড়া কাগজ দিল।
হাত তোলো।
?
শাবাশ, জিম।
ক্র্যাক।

ওদিকে, পরমাণু-কেন্দ্রে...
গুলির শব্দ।
আরে, কাকে যেন ধরেছি।...যাঃ পালিয়ে গেল।

ভৌ ভৌ ভৌ...
আবার ধরেছি।... হাত লাগাও।
কোথায় তুমি ?
ছেড়ে দাও আমাকে। আমি ফ্র্যাঙ্ক উলফ।

আরে সত্যিই তো মিঃ উলফ !
আমাকে ধরেছ। ওদিকে সে পালিয়ে গেল।

?
আরে।
উনি কে ?

ক্যাপ্টেন। অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ব্যাপার কী ? এত হট্টগোল কিসের ?
মিঃ ব্যাক্সটার

কুট্টুস চেঁচাচ্ছে। তার মানে টিনটিনের কিছু হয়েছে। বাইরে চলুন। ভেন্টিলেটারের কাছে।

কন্ট্রোল ?...টিনটিনকে খোঁজো। ৩ নম্বর ভেন্টিলেটারের বাইরে দ্যাখো।

বলুন, আপনার কী হয়েছিল ?
প্যারাশুটিস্টদের সন্ধানে টিনটিন বাইরে যায়। সন্ধে নাগাদ আমাকে বেতারবার্তা পাঠায়। বাইরে থেকে যে-পথে...

ভেতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়, টিনটিন তার খোঁজ পেয়েছিল। হ্যাঁ, ওই ভেন্টিলেটার। আমাকে ওদিকে নজর রাখতে বলে। নজর রাখছি, এমন সময় আলো নিভে যায়, কেউ আমাকে আঘাত করে।
উলফের বক্তব্য কী

ক্যাপ্টেনকে এদিকে আসতে দেখে কৌতূহলী হয়ে আমি পিছু নিই। আলো নিভতে আমি সামনে এগোই। হঠাৎ বাইরে গুলির শব্দ শুনি। কে যেন আমাকে ধাক্কা মেরে পালায়। তারপর দেখি, এই দুই ভদ্রলোক আমাকে ধরে আছেন।
অদ্ভুত।

আপনারা এখানে কী করছিলেন ?
আমরা একেবারে নির্ভেজাল সত্যি কথা বলছি...

হেউ !
হেউ !
আরবদেশে একটা পিল খেয়েছিলুম। তার জের এখনও কাটেনি।

রিরিরিরিরিং
টেলিফোন।

কী বললে ?...টিনটিন জখম ? বেহুঁশ ?...ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছ ?...আমি এখনই যাচ্ছি !

22

আমরা এখানেই থাকলে হয়তো কিছু সূত্র পেতে পারি।
থাকুন তা হলে।
ব্যাক্সটার আর উল্‌ফের আচরণ খুবই সন্দেহজনক।
অত্যন্ত সন্দেহজনক।
চলো, ভেন্টিলেটারটা একবার দেখে আসি।
কিছু বুঝতে পারছ?
এদিকে দ্যাখো!
দরজাটা খোলা কেন? তবে কি ওইখান দিয়েই...
ঠিক বলেছ।
দাঁড়াও, আলো জ্বালি।
!
!
এত সব যন্ত্রপাতি কিসের?
?
তুমি এখানে থাকো, আমি দরজার পেছনে দেখছি।
বেশ।
?
ওরে বাবা।
!
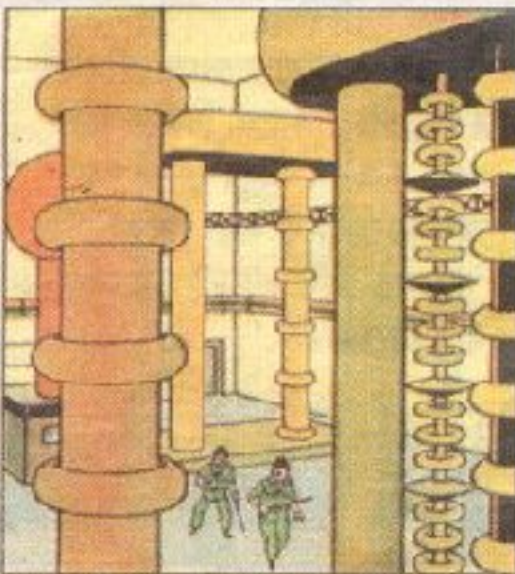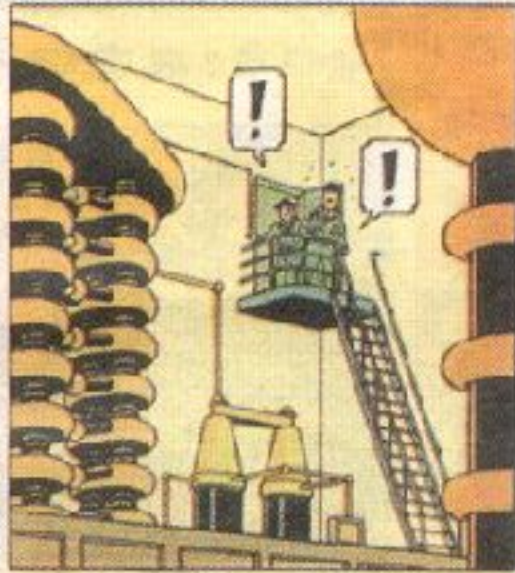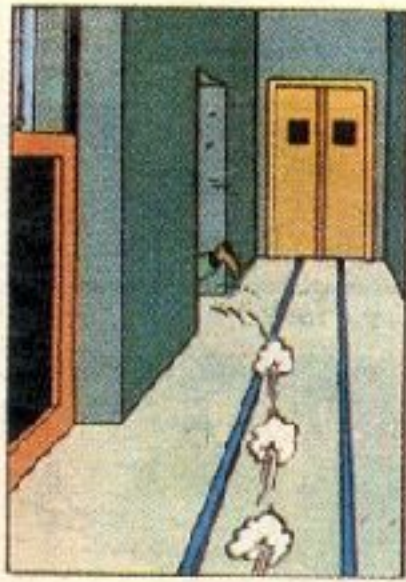
ব্যাপার কী ? কাঁপছ কেন ?
কী হয়েছে ?
ক-ক-ক-ক-কঙ্কাল।
পরদার পেছনে।
কঙ্কাল ? যাঃ।
সত্যি বলছি।
চলো, দেখা যাক।
কোথায় তোমার সেই কঙ্কাল ?
একটু আগেও ছিল।
তা হলে গেল
কোথায় ?
ওর মাথাটাই বিগড়ে
গেছে। যত্ত সব।
আরে, আমার লাঠি।
ওরে বাবা।
ক-ক-কঙ্কাল। আমিও দেখেছি।
পরদার পেছনে।
এখন বিশ্বাস হল তো ?
শান্ত হও। ঘাবড়ে যেয়ো না।
ভাল করে সব দেখতে হবে।
হ্যাঁ, দেখতে হবে।
কিচ্ছু নেই।
গেল কোথায় ?
X-RAY
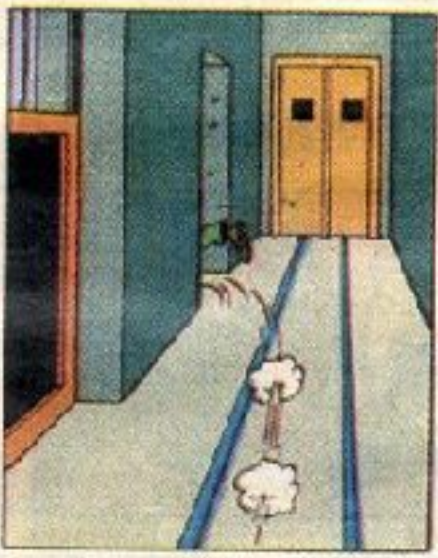
কাছেই আছে নিশ্চয়।
হয়তো লুকিয়ে আছে।
দেখে যাও।
?
?
ঘরে ঢুকে ক্যাঁক করে চেপে ধরব।
ঠিক কথা।
হাত তোলো।
হাত তোলো...নয়তো...নয়তো
হাতকড়া পরাও।
?
এবারে চলো, একে জেলে পুরব।
!
ডঃ প্যাটেল
অস্থিবিশারদ
কঙ্কাল সেজে
ভয় দেখানো
বার করছি।
ইতিমধ্যে...
কলিং কে এম টু...
প্রথম কাজ হাসিল।
যাক, রকেটটা তা হলে
হাতানো যাবে।
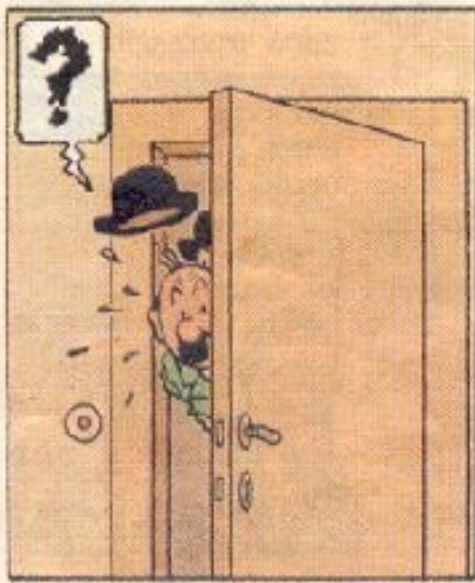
ওদিকে...

ভয় নেই, বুলেটটা মাথা ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে। এবারে আস্তে-আস্তে সুস্থ হয়ে উঠবেন।

এগিয়ে গিয়ে বললাম, হ্যাণ্ডস আপ। বলতেই পেছন থেকে কে যেন গুলি চালাল।
নিশ্চয় দ্বিতীয় প্যারাশুটিস্ট।

ব্যাটাদের যদি ধরতে পারি তো মুণ্ডু ছিঁড়ে নেব।

মড়াত!

লাগেনি তো? দাঁড়ান, আর একটা চেয়ার এনে দিচ্ছি।

দরকার নেই। যা বলছিলাম, এখন দেখতে হবে কী নথিপত্র হারিয়েছে। তবে হ্যাঁ, গুপ্তচরের মুখোশ খুলে দেওয়া চাই।

গুপ্তচরের তো কাজ হাসিল, এখন সে গা-ঢাকা দেবে। আর মূল নথিপত্রের বদলে যদি নকল সরিয়ে থাকে তো বোঝা যাবে না ঠিক কী সরাল।

যাদের হাতে পাচার করা হয়েছে, তাদের খোঁজ পাওয়াও শক্ত হবে।

ঠিক কথা; তবু তাদের ধরবার চেষ্টা করতে হবে বইকী। আর হ্যাঁ ক্যালকুলাসকে বলছি, পরীক্ষামূলক রকেট এখন তাড়াতাড়ি ছাড়া দরকার।

ক্যাপ্টেন কি আসবেন?
আমি বরং এইখানেই থাকি।

দ্যাখো ক্যাপ্টেন, তুমি বরং...
না, না, ঘুমোব না, এই চেয়ারে বসে...

!
?

পরীক্ষামূলক রকেট আজ ছাড়া হবে।
বলুন প্রোফেসর...
সবকিছু রেডি। রকেটে এখন...

জ্বালানি ভরা হচ্ছে।

দেখুন মিঃ ব্যাক্সটার, কে এসেছে ?
আমি তৈরি এখন...

আরে, টিনটিন। যাক, সুস্থ হয়েছ তা হলে ?
রকেট ছাড়ার দিন কি শুয়ে থাকতে পারি ?
দেখুন, টিনটিন সুস্থ হয়েছে।

রেডি। রেডি।

সবাইকে সরিয়ে দিচ্ছি...
না না, সবাইকে সরিয়ে দাও।

যাচ্চলে।
ভৌ।

লোকগুলো কি কানা নাকি ?

ওপরে উঠে বসে থাকি।

এখানে শান্তিতে থাকা যাবে।

সবাইকে সরিয়ে দাও।
সবাইকে সরিয়ে দাও।

?

সরিয়ে দাও।
শুনেছি।

...সরিয়ে দাও।

এবারে সবাই কন্ট্রোল রুমে যাওয়া যাক।

রকেটটিকে এখান থেকেই কন্ট্রোল করা হবে।
প্রোফেসর...

রকেটের মধ্যে সেই যন্ত্রটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন তো ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিয়েছি।

মাইকেল ?...আমি ব্যাক্সটার, কন্ট্রোল রুম থেকে বলছি, সব রেডি তো ?

হ্যাঁ, সব রেডি।

হ্যাঁ, মিঃ ব্যাক্সটার, রাডার রেডি।

আর মাত্র কুড়ি মিনিট।

প্রোফেসর, এটা কী যন্ত্র ? কাল তো এটা ছিল না।
টিনটিনের কথায় এটা রকেটে ঢুকিয়েছি।
ও কিছু না...

ইতিমধ্যে...
সবই এখানে সন্দেহজনক।

দেখছ ?
হাই-টেনশন সুইচ রুম।

তাই মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু সত্যিই কি তা-ই ? চলো, ভেতরে ঢুকে দেখা যাক...

সাবধানে এগোও

সাবধানেই তো এগোচ্ছি।

এই কন্ট্রোল-প্যানেল থেকেই রকেটের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা হয় ।
দেখতে তো পিয়ানোর মতো !

দেখেই গান গাইতে ইচ্ছে করে...
"ওগো মোর সুদূরের বন্ধু..."

সুদূরের বন্ধু
সাইরেন বেজে উঠল কেন ?

"আছ তুমি চাঁদের দেশে"

চমৎকার গলা । কিন্তু আমরা এখানে একটা জরুরি কাজ করছি যে ।

মিনিট কয়েক বাদেই শুরু হবে এক্স-এফ-এল-আর ৬-এর যাত্রা । রকেটের বোতাম টিপবে আমাদের তরুণ বন্ধু টিনটিন ।

প্রথমে ঠেলবে বাঁ দিকের হাতল । ডান দিকেরটা তার পরের পর্যায়ের জন্য ।

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম । আর মাত্র তিন মিনিট বাকি ।
অ্যাকশন স্টেশন !
দু' মিনিট !
এক মিনিট !
তিরিশ সেকেন্ড !
দশ সেকেন্ড...নয়...আট...সাত ছয়...পাঁচ...চার...তিন...দুই...এক
ঠ্যালো
জিরো !

ইতিহাসে এই প্রথম চাঁদে রকেট পাঠিয়ে আবার ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

ভাবতে পারো ? ভাবতে পারো কেউ ?
!

ভাগ্যিস পাইপটা তোমার মুখে ছিল না।

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম। তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে দ্বিতীয় হাতল ঠেলতে হবে !

আর কুড়ি সেকেন্ড !
আমার পাইপটা কোথায় ?

দশ সেকেন্ড...নয়... আট... সাত...
আমার পাইপটা দেখেছ ?
কী হচ্ছে।

ছয়...পাঁচ... চার...তিন...দুই

এক !...জিরো !

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম...পরমাণু মোটর চালু হয়েছে... সবকিছু ঠিকমতো চলছে...

আমার পাইপটা দেখেছ ?
?
?

ধেত্তেরি। এখন কি পাইপ নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ?

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম...রাডার ঠিকমতো কাজ করছে ?
একদম ঠিকমতো।

ওদিকে হাজার হাজার মাইল দূরের এক দেশে...
এখনই কিছু করা যাবে না... ধৈর্য ধরুন...

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম... কারেকশন...শূন্য শূন্য আট ছয়...
শূন্য শূন্য আট ছয়...শুধরে দিয়েছি !

ছোট্ট সংশোধন। তবু একবার মিলিয়ে নেওয়া যাক।

এ কী !
?

ক্যাপ্টেন, ওখানে কী করছ ?

বেরিয়ে এসো । মাথা ঠুকে যাবে যে !
ঠকাস !

কিছু হারিয়েছে ?
আমার পাইপটা খুঁজে পাচ্ছি না ।

ক্যালকুলাসটা বোকা ? পাইপটা ওর হাতের ধাক্কায় কোথায় পড়ল ?
?

কুট্টুসটাও দেখছি মহা ঝামেলা করছে ।
ভৌ ভৌ

থাম, শিগ্‌গির । থাম ।
ভৌ ভৌ

আরে, কুকুরটাকে জ্বালাচ্ছেন কেন ক্যাপ্টেন ?

আমি জ্বালাচ্ছি ?

ও-ইতো আমাকে জ্বালাচ্ছে !
ভৌ !

বাবা রে !

অবজারভেটরি কলিং ! কে 'বাবা রে' বলল ?
ও কিচ্ছু না... ক্যাপ্টেন তাঁর পাইপ খুঁজে পেয়েছেন !

অনেক ঘণ্টা বাদে...
অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল... আর তিন মিনিটের মধ্যেই আমাদের রকেট চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করবে...

রকেটের নিজস্ব গতি আর চাঁদের অভিকর্ষ প্রদক্ষিণের পক্ষে এই যথেষ্ট । মোটর তখন বন্ধ থাকবে । আবার যখন এক্স-এফ-এল আর ৬ দেখা দেবে রেডিয়ো-কন্ট্রোল তখন আবার চালু করলেই চলবে ।

অ্যাটেনশন ! তিরিশ সেকেন্ড বাদে পরমাণু মোটর বন্ধ করুন ! রেডি... আর দশ সেকেন্ড... নয়...আট...সাত...ছয়... পাঁচ...চার...
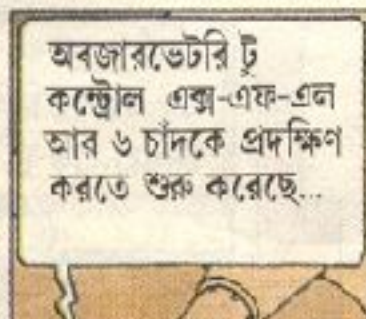
তিন...দুই...এক জিরো... !

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল এক্স-এফ-এল আর ৬ চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছে...

আধ মিনিটের মধ্যেই রকেট আমাদের চোখের আড়ালে চলে যাবে ।
আর দেখা যাচ্ছে না ।

ইতিমধ্যে...
ওদের রকেট চাঁদের আড়ালে চলে গেছে । এইবার শুরু হবে আমাদের কাজ ।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

টিনটিন * হার্জে

চন্দ্রলোকে অভিযান (শেষাংশ)

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম... রকেট ধ্বংস হয়ে গেছে।

রকেট ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের মতলব হাসিল হল না।

কাগজপত্র চুরি হওয়ায় আমার সন্দেহ হয়েছিল, শত্রুপক্ষ আমাদের রকেট হাতাতে চায়। প্রোফেসরকে সে-কথা বলতে উনি এমন একটা ব্যবস্থা করেন, যাতে দরকার হলেই রকেটটা আমরা ধ্বংস করতে পারি।

কিন্তু আমার সমস্ত পরিশ্রমই যে ব্যর্থ হল।

ঠিক কথা।

না, প্রোফেসর, কিচ্ছু ব্যর্থ হয়নি। পরমাণু-মোটর ঠিকমতো কাজ করেছে, রকেটও চন্দ্র-পরিক্রমা করেছে, তাই না?

টিনটিনের কথাই ঠিক। কালই আমরা নতুন রকেটের কাজে হাত দেব। আর তাতে উঠেই আপনি চাঁদে যাবেন।

চাঁদে! হুররে!

দু'সপ্তাহ বাদে...
দুর, দুর, কিচ্ছু করবার নেই।

বেকার বসে আছি এখানে। কেন যে এলুম। আর ওই ক্যালকুলাসটাই হচ্ছে নষ্টের গোড়া।

ওহে প্রোফেসর, আর কতদিন এইভাবে বসে থাকব।
বলি, কবে আমরা চাঁদে যাচ্ছি?
সত্যি?...তুমিও?...আশ্চর্য!

আমার অবশ্য বাঁ কাঁধে ব্যথা। তোমার তো ডান কাঁধে? সেরে যাবে।
সুপ্রভাত, মিঃ ব্যাক্সটার।
সুপ্রভাত। ওটা কী? রকেটের ব্লু-প্রিন্ট?

না, না, এটা আমাদের রকেটের ব্লু-প্রিন্ট। এই দেখুন।

ক
খ
গ
ঘ
ক-রকেট
(১) রেডিয়ো ও রাডার এরিয়াল, (২) রিজার্ভ ট্যাংক, (৩) কন্ট্রোল কেবিন, (৪) থাকার জায়গা, (৫) স্টোর্স, (৬) স্টোরেজ ট্যাংক। বাতাস, জল ইত্যাদি, (৭) অক্সিলিয়ারি এঞ্জিন প্রোপেল্যান্ট ট্যাংক, (৮) এয়ার-লক ও স্টোরেজ কম্পার্টমেন্ট, (৯) ভেহিকল ও স্টোরেজ ডেক, (১০) তেজস্ক্রিয়তা-নিরোধক বেষ্টনী, (১১) মোটর, (১২) একজস্ট নজল, (১৩) স্টেবিলাইজিং ফিন, (১৪) অবতরণকালীন সহায়ক-ব্যবস্থা, (১৫) শক-অ্যাবজর্বর,
খ-এয়ার লক
(১৬) প্যাসেঞ্জার এয়ার-লক, (১৭) বিশেষ বস্ত্র-আচ্ছাদনের ঘর, (১৮) কার্গো লোডিং এয়ার লক, (১৯) এয়ার লক কন্ট্রোল রুম
গ-কন্ট্রোল কেবিন
(২০) কন্ট্রোল ডেস্ক, (২১) এয়ার-রেফ্রিজারেশন প্ল্যান্ট, (২২) ওয়ার্ক-টেবিল, (২৩) পর্যবেক্ষণ সরঞ্জাম, (২৪) ল্যাবরেটরি,
ঘ-থাকার জায়গা
(২৫) ইলেকট্রিক কুকার, (২৬) রেফ্রিজারেটর, (২৭) এয়ার পিউরিফায়ার, (২৮) বাংক, (২৯) লকার,

35

দারুণ। দারুণ। তা বানানোর কাজটা কবে থেকে শুরু হবে ?
কালই শুরু হোক।

বেশ। আমি অর্ডার দিচ্ছি। সবাই আপনাকে সাহায্য করবে। কাজ চলবে চব্বিশ ঘণ্টা।
চমৎকার।

ওই আবার আসছে।
চলি, মিঃ ব্যাক্সটার।

ওহে প্রোফেসর, চাঁদে যাওয়ার আর কত দেরি ?
তেল গরম করে মালিশ করলেই ব্যথাটা চলে যাবে।

ব্যথা নয়, চাঁদের কথা হচ্ছে।
হ্যাঁ ভাল করে মালিশ করা চাই।

ধেত্তেরি। চাঁদে যাবে কবে ?

ঠিকই বলেছি। মালিশ করো।

মাস কয়েক বাদে...
হ্যাঁ, মিঃ ব্যাক্সটার, স্পেস-স্যুটের পরীক্ষাটা ক্যাপ্টেন হ্যাডকের ওপর দিয়ে চালালেই ভাল হয়।

বাপ রে, এর ওজন তো টন-খানেক হবে।

কিন্তু চাঁদে এটাকে এত ভারী লাগবে না। মনে হবে যেন একটা হালকা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।
বটে ?

চলুন, এবারে পরীক্ষা চালাই।
এয়ার-টাইটনসের পরীক্ষা। কষ্ট হলেই জানাবেন, কেমন ?

এই নিন হেলমেট।

এ তো দেখছি কিম্ভূত ব্যাপার।

রেডিয়ো টেস্ট করছি। শুনতে পাচ্ছেন ?
পাচ্ছি। এবারে শুরু হোক।

বেশ, তা হলে চলি।
ধন্যবাদ।

পরীক্ষাটা শেষ হলে বাঁচি।

হ্যালো ক্যাপ্টেন, রেডি ?
রেডি ।
প্রথমেই জায়গাটাকে বায়ুশূন্য করে ফেলব । কষ্ট হলে জানাবেন, পরীক্ষা বন্ধ করে দেব ।
বেশ ।
50
25
0
100
50
25
75
0
100
কেমন লাগছে ক্যাপ্টেন ?
মন্দ নয় ।
তাপাঙ্ক এখন নামিয়ে দেব । আপনিও সেইসঙ্গে গরম করবার যন্ত্র চালাতে থাকবেন ।
বেশ ।
বাপ্‌স, এ যে ভীষণ ঠাণ্ডা ।
জিরোর পঞ্চাশ ডিগ্রি নীচে নেমেছি । একটু হাঁটাচলা করুন তো ।
এই জবরজং পোশাক পরে হাঁটাচলা করা যায় নাকি ?
?
ক্যাপ্টেন... বাঃ, দিব্যি হচ্ছে ।
চালিয়ে যান ।
তা হলেই দেখুন হাঁটা অসম্ভব নয় ।
এবারে থামতে পারেন ।
হ্যালো ক্যাপ্টেন, কী করছেন ?
নিশ্চয়ই কোনও গণ্ডগোল ঘটেছে । পরীক্ষা থামান, মিঃ উল্‌ফ ।
?

দরজাটা এখন খুলতে পারি ?
খুলুন ।
ব্যাপার কী ?
দাঁড়াও, আগে হেলমেটটা খুলি ।
?
?
?
আরে, এত ইঁদুর এল কোত্থেকে ?
ভৌ ভৌ!
যাচ্চলে, প্রথমে আমরা ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছিলুম । সেগুলি থেকেই গিয়েছিল ।
কিন্তু...আপনি জানালেই তো পারতেন ।
জানিয়েছিলুম, আপনারা শোনেননি ।
ইঁদুর তার কেটেছে । তোমার গলা তাই শোনা যায়নি ।
চাঁদে এমন হলেই তো চিত্তির ।
যাক, বোঝা গেল যে, এ-পোশাক বায়ুশূন্য অবস্থা ও প্রবল ঠাণ্ডার উপযোগী ।
বাঁচাও । বাঁচাও ।
ব্যাপার কী ?
?
!
?

এ তো মানিকজোড়ের গলা ।

ওরেব্বাবা, ভীষণ ইঁদুর এখানে ।

দেখে আসি, ব্যাপারটা কী ।

দরজাটা যে নিচু সেটা খেয়াল করোনি ?

তার মানে ? কী বলতে চান আপনি ? আমি বেখেয়ালি ? একে ইঁদুর, তায় এইসব গালমন্দ । না, আমি এসব সহ্য করব না ।

কিছুতেই না । চাঁদে যেতে হয়, আপনি যান, আমি যাব না । আর আমি এসব পাগলামি বরদাস্ত করতে রাজি নই ।

কী বললে ? এসব পাগলামি ? তার মানে আমি পাগল ? ক্ষমা চাও । এখনই ক্ষমা চাও ।

আমি পাগল ? তা হলে এসো আমার সঙ্গে ।

আমি পাগল ?
মানে আমি তো...

আমি পাগল ?
তা তো, আমি বলিনি !

হঠাৎ মুখ ফসকে একটা কথা বেরিয়ে গেছে ।

ঠকাস

কে মারল আমাকে ?
তোমারই এরিয়াল ।

এসো এসো, আমার সঙ্গে !

আমি পাগল ?

মুখে রক্ত তুলে আমি খাটছি, আর আমাকে বলে কিনা পাগল !

প্রোফেসর, এই পোশাকে আপনার সঙ্গীকে তো এদিকে ঢুকতে দেওয়া যাবে না ।
আমি তা হলে ফিরে যাই ?

নিশ্চয় ঢুকবে । একশো বার ঢুকবে ।

প্রোফেসর, আমি...
আমি পাগল ?

এরাও সবাই পাগল, তাই না ?

প্রোফেসর পাগলামির কথা বলছেন ? কার পাগলামি ? মজা দেখাচ্ছি ।

এই যে এত যন্ত্র, এত কাজ, সব পাগলামি ?

কার পাগলামি প্রোফেসর ?
!

?!
গরর গররর

শান্ত হোন প্রোফেসর ।

এই হাড়ভাঙা খাটুনির নাম পাগলামি ?

এসো আমার সঙ্গে !
কিন্তু...

গুডমর্নিং প্রোফেসর । এখানে একটা সই করুন ।
প্রোফেসরকে আটকাও ।

হট যাও । কাকে পাগল বলে, সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি ।

আটকাও । আটকাও ।

বিনা পারমিটেই প্রোফেসরের জিপ বেরিয়ে গেছে । তাঁকে আটকাও ।

লরিটা গেলেই গেট বন্ধ করো । জিপ আসছে ।

থামুন ।
থামুন প্রোফেসর ।

কে প্রোফেসর ? আমি পাগল ।
?

ধুত । গাড়িটাও ঠিকমতো চালাতে শিখিনি ।

এসে গেছি !

??
!
?!
কী হে, ওটা কি পাগলে বানিয়েছে ?

ক্যালকুলাসের মাথা
খারাপ হয়ে গেছে ।
ওই অত্ত বড় জিনিসটা
কখনও চাঁদে যেতে
পারে ?

এই হচ্ছে কন্ট্রোল কেবিন।

কী মনে হয় এটা পাগলের তৈরি ?
এ তো আশ্চর্য ব্যাপার। এগুলি দিয়ে কী হয় ?

নেভিগেশান আর কন্ট্রোলের কাজ হয়। সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হয় এখান থেকে।

অক্সিজেন সিলিন্ডার পেরিস্কোপ, একটু তাকালেই সব দেখতে পাবে।

আর এই তৈরি হচ্ছে আমাদের ল্যাবরেটরি।

আশ্চর্য। আশ্চর্য।
পড়ক ! পড়ক !

সাবধান। পেছনেই গর্ত।
!

তুমি এত বেখেয়ালি কেন হে ? একটু সাবধান হয়ে চলাফেরা করতে পারো না ?

চলো, সিঁড়ি বেয়ে নীচের তলায় যাই।

এখানে কিন্তু আর-একটা গর্ত রয়েছে।

খাওয়া, শোওয়া, সবই এখানে হবে।

ওইখানেই শোবে !
বাবা গো !

জোর বেঁচে গেছি !

উঃ, আর একটু হলেই ওর মধ্যে পড়তুম ।

এইজন্যই বলি, তুমি অতি বেখেয়ালি মানুষ !

আস্তে-আস্তে নীচ নেমে এসো ।

মনে রেখো, ওখানেই একটা গর্ত রয়েছে ।

দরকারি যাবতীয় জিনিসপত্র এইখানে থাকবে । কী, এসব কি পাগলের কাণ্ড ?

পেছনে গর্ত, খেয়াল রেখো ।

চলো, আরও নীচে গিয়ে এয়ার-লকের কাজ দেখবে ।

এখানেও কিন্তু গর্ত রয়েছে একটা ।

এই প্যানেল থেকেই এয়ার লক কন্ট্রোল করা হয় ।

প্রোফেসর ক্যালকুলাস, এখনই ওপরে আসুন ।
শুনুন ।

তোমরা সব দ্যাখো । আমি এখনই আসছি ।

ক্যাপ্টেন, আবার বলছি, সাবধান ।

?
!
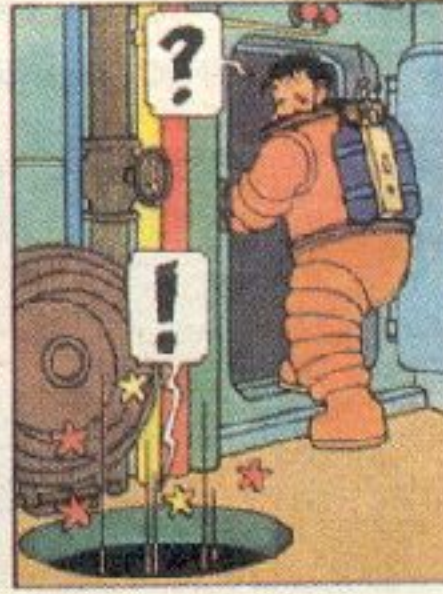
সর্বনাশ, আপনার হাড় ভাঙেনি তো ?
আরে, এ কী !
এই নিন আপনার চশমা !
খুব তো আমাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন । আপনি নিজে এত বেখেয়ালি কেন ?
কে তুমি ? সং সেজেছ কেন ?
ব্যাপার কী, সব ব্যাপারেই আমাকে এত বকছেন কেন ?
এতক্ষণে আপনাকে পেয়েছি প্রোফেসর !
দায়িত্বশীল মানুষ হয়েও এভাবে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে আপনি বেরিয়ে এলেন । ব্যাপার কী ?
তোমরা কে ? আমি কোথায় ?
?
?
তার মানে ? আপনি কোথায়, তা আপনার জানা নেই ?
প্রোফেসর, আপনি আমাদের রকেটটা দেখাচ্ছিলেন, এমন সময়...প্রোফেসর ! প্রোফেসর !
মনে হয়, ওঁর স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে । এক্ষুনি মিঃ ব্যাক্সটারকে জানানো দরকার ।
ক্যালকুলাসের স্মৃতিভ্রংশ ?
ডাক্তাররা ওঁকে পরীক্ষা করে দেখছেন ।
কী, উনি সেরে উঠবেন তো ?
হুম ।
হুম ।
বলা শক্ত...কঠিন ব্যাপার...দেখি কী হয়...সেরে উঠতেও পারেন...আবার...
না-ও পারেন ।
যে-করেই হোক ওঁকে সারিয়ে তুলুন । পরমাণু-মোটরের রহস্য একমাত্র উনি ছাড়া আর কেউ জানেন না !
!
!
?
?

আমরা তো চেষ্টা করবই। আপনারাও চেষ্টা করুন। মানে ওঁকে খুশি রাখা চাই। কেসটা খুবই কঠিন কিনা...

(এর পর ৫৫ পাতায়)

(২৬ পাতার পর)

কিছু একটা তো
করতেই হবে !

দাঁড়াও হয়েছে ।

খতম করব ।

মনে হচ্ছে, ওষুধ ধরেছে ।

!

কী পাজি লোক রে, বাবা ।

রিরিরিরিরিরিরিং

না, মিঃ ব্যাক্সটার,
কোনও উন্নতি নেই ।
ক্যাপ্টেন অবশ্য
হাল ছাড়েনি ।

ভাবছি, ওর পেছনে
এবারে পটকা ফাটাব ।

হিতে বিপরীত হবে না তো ?
আরে না !

সরে এসো ।

এবার ফাটবে ।

পটকাটা ফাটছে
না কেন ?

পলতেটা কি নিভে
গেল ?

নিশ্চয়ই নিভে গেছে ।

ক্যাপ্টেন, ধোঁয়া
বেরোচ্ছে । সাবধান !

দুম !

সেইদিন সন্ধ্যায়...
এবারে নিশ্চয় ওঁর
পিলে চমকে যাবে।

হিহি। হিহি। হিহি। আমি ভূত।

তোর ঘাড় মটকাব!

?

বাব্বাবা। নিজের প্যাঁচে...

নিজেই জড়িয়ে গেলুম যে।

কী হে, তুমি ভয় পাচ্ছ না কেন?

চালাকি করছ? নাকি তুমি...

সত্যিই পাগল হয়ে গেছ।

পাগল? আমি?

দাঁড়াও, আমাকে
পাগল বলা
বের করছি।

শিগ্‌গির ক্ষমা চাও।
বাঁচাও, বাঁচাও!

মিনিট কয়েক পরে...
ক্যাপ্টেন আপনার জন্যই প্রোফেসর আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন।
না, মানে...

ওঃ আপনার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।
তাই বুঝি ?

প্রোফেসরও আপনাকে ধন্যবাদ জানাবেন।
এসো ক্যাপ্টেন।

উঃ আমার জন্য তুমি যা করেছ তার তুলনা হয় না।
না মানে...

চিরকাল এ-কথা মনে রাখব আমি।
আমিও।

সেইদিন সন্ধ্যায়...
কে-২৩ খবর পাঠিয়েছে সার
দেখা যাক কী হয়।

তিমির জন্য ম্যামথ স্মৃতি ফিরে পেয়েছে। হুম, তিমি হচ্ছে ক্যাপ্টেন, আর ম্যামথ প্রোফেসর। 'রকেট নির্দিষ্ট সময়েই ছাড়া হবে।'

দিন কয়েক পরে...
17
SUNDAY
SATURDAY
15
FRIDAY
THURSDAY
13

তেসরা জুন শুরু হওয়ার খানিক পরেই রাত ১-৩৪ এ এম এ তা হলে রকেট তার যাত্রা শুরু করবে।

উল্ফ, তোমার কাজ ঠিকমতো চলছে তো ?
একদম ঠিকমতো চলছে। চাঁদের ওপরে পর্যবেক্ষণাগার বসাবার গোটাকয় যন্ত্র পেলেই নিশ্চিন্ত।

কারখানা থেকে অবশ্য জানিয়েছে যে, যন্ত্রগুলি আমাদের যাত্রার ঠিক আগের মুহূর্তেই তারা ডেলিভারি দেবে। সেক্ষেত্রে...
এক মিনিট...

হেল্লো...কী ? সিকিউরিটি এলাকার মধ্যেই তিনজন অচেনা লোক ধরা পড়েছে ?... আটকে রাখো।

শুনলেন তো। বলছে ওরা পর্বতারোহী, পথ হারিয়ে এদিকে এসে পড়েছে। সবাই অবশ্য ওই কথাই বলে।

তা হলেই বুঝতে পারছেন যে, কতটা সাবধান থাকা দরকার!

যা বলছিলাম..উল্‌ফের গোটাকয় যন্ত্র পাওয়া বাকি...আপনার কাজ ঠিক চলছে তো ক্যাপ্টেন?
বিলকুল ঠিক

প্রোফেসর, আপনার?

কুট্টুসের স্পেস-স্যুট ছাড়া সবকিছু রেডি। সেটাও এবারে হয়ে যাবে।
?

এইবারে রেডিয়ো টেস্ট...

এই হাড়টা কে খাবে, কুট্টুস?

দারুণ।

ভৌ। ভৌ।
রেডিয়ো কাজ করছে।

সমস্ত বিঘ্ন জয় করেছেন আপনারা। কী বলে অভিনন্দন জানাব, জানি না। আপনারা জয়ী হোন।

চলো ক্যাপ্টেন, ল্যাবরেটরিতে কুট্টুসকে দেখে আসি...
যাচ্ছি...যাচ্ছি...

ক্যালকুলাসের কোনও পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছ?
না তো!

আমি পাচ্ছি, কারণ আমি অন্ধ নই।

উঃ, কেন যে এরা দরজাটা এইভাবে খোলা রাখে।

দ্যাখো হে ছোকরা কোনওদিনই আমি কালা ছিলুম না। ওই একটু কম শুনতুম। তবে হ্যাঁ, এখন একটা যন্তর বসিয়ে নিয়েছি বটে।

কী খবর উলফ ?
ও হ্যাঁ, বলছি।
সেই যন্ত্রগুলো সোমবার সকালেই এখানে পৌঁছচ্ছে।
চমৎকার।
আপনি কি সাইটে ফিরছেন ?
হ্যাঁ, রকেটে যন্ত্রপাতি তুলতে হবে।
ওই সঙ্গে আমার দু-একটা প্যাকেট নেবেন ?
নিশ্চয়।
মিনিট কয়েক পরে...
ওই আমার প্যাকেট।
কী আছে ওর মধ্যে ?
এই কয়েক বোতল পানীয়। চাঁদে খুব ঠান্ডা হবে তো, তাই !
না না, ওসব জিনিস নেওয়া নিষেধ। এটার মধ্যে কী আছে ?
পাইপের তামাক।
ওটাও নেওয়া যাবে না। রকেটে ধূমপান নিষেধ।
যোলো যা ! তা হলে আমি যাব কেন ? তোমরা বোকার দল যেখানে খুশি যাও।
কিন্তু...আমি যাচ্ছি না।
কী ক্যাপ্টেন, রেগে আছেন কেন ?
ধুত, একটু পানীয় আর তামাকও নিতে দেবে না। তা হলে আমি যাব কেন ?
না, কিছুতেই আমি চাঁদে যাব না।
না-যাওয়াই ভাল।
?

কেন, এ-কথা বলছ কেন ?

বলছি, কেননা এই বয়সে অত ধকল আপনার সইবে না ।
মানে, বুড়ো হয়ে গেছেন তো !

আমি বুড়ো ? আমি ধকল সইতে পারব না ? বেল্লিক । বানর । শুনে রাখো, আমি যাবই ।

পরের সোমবার...
রিরিরিরিং
রিরিরিরিং
রিরিরিরিং
রিরিরিরিং

কে—উল্‌ফ ? কী খবর ?

যন্ত্রগুলো এসে গেছে । তা হলে আজ রাতেই যাত্রা করা যায় ।

ইতিমধ্যে...
ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে এই চার্ট দেখলেই আমাদের অবস্থান ও গতির কথা জানতে পারবেন ।

কী লিখছ ক্যাপ্টেন ?
আমার উইল ।

সেই সন্ধ্যায়...
ঘন্টা-কয়েকের মধ্যেই শুরু হবে আপনাদের ঐতিহাসিক যাত্রা । আপনারাই প্রথম চাঁদে যাচ্ছেন । এই যাত্রা সেদিক থেকে অবিস্মরণীয় ।

এই যাত্রায় কতরকমের বিপর্যয় ঘটতে পারে তা আপনারা জানেন । পদে-পদে মৃত্যুর আশঙ্কা ।

সবচেয়ে বড় বিপদ, শত্রুরা নজর রাখবে আপনাদের ওপরে । আপনাদের রকেটকে তারা বিপথে চালিত করতে পারে ।
বাঃ, চমৎকার ।

সেক্ষেত্রে আমরা রকেট ধ্বংস করে মৃত্যুবরণ করব ।

এইমাত্র খবর পেলাম, আজ রাত্রেই ওদের যাত্রা শুরু হবে ।

একটু খেয়েছি, অমনই মাথা ঘুরছে।

গোমড়া মুখে বসে আছ কেন ?
চাঁদে যাচ্ছি বলেই হ্যাহ্যা করে হাসতে হবে ?

আর তা ছাড়া ওই যন্ত্রটা যে চাঁদে যেতে পারবেই, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ?

এসে গেছি ।

যাত্রার জন্য রকেট তৈরি ।
তাতে অত আহ্লাদের কী আছে ?

উঃ, ক্যালকুলাসের স্মৃতিশক্তি না-ফিরলেই ভাল ছিল ।

ইতিমধ্যে...
তা হলে আর আধ ঘণ্টা বাদেই ওরা রকেট ছাড়বে ।

রকেট ছাড়বার পরেই আমি সেন্টারে ফিরে আপনাদের সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ করব ।
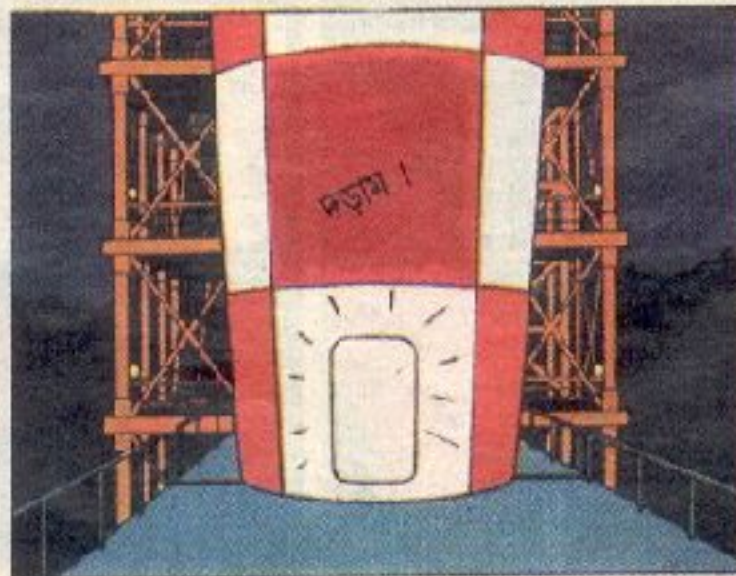
রকেট ছাড়বার আগে সবাই বাঙ্কে শুয়ে পড়ব ।

শুয়ে থাকাটাই নিরাপদ । কিছুক্ষণের জন্য আমরা হয়তো অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারি, কিন্তু তাতে ঘাবড়াবার কিছু নেই ।

প্রথম অবস্থায় রকেটটা থাকবে স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত । জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পরে আমরাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করব ।

এখন যে যার কাজ বুঝে নাও ।

টিনটিন যোগাযোগ রাখবে পৃথিবীর সঙ্গে ।
ঠিক ।

মুন-রকেট কলিং আর্থ... শুনতে পাচ্ছ ?

আর্থ কলিং মুন-রকেট...হ্যাঁ...পাটাতনগুলি সরিয়ে নিচ্ছি....

আর্থ টু মুন-রকেট...লঞ্চিং সাইট পরিষ্কার করা হচ্ছে ।
ও কে !

অ্যাটেনশন...লঞ্চিং সাইট থেকে সব সরিয়ে নাও ।

আর্থ টু মুন-রকেট...সাইট এখন পরিষ্কার...তোমরা তৈরি তো ?
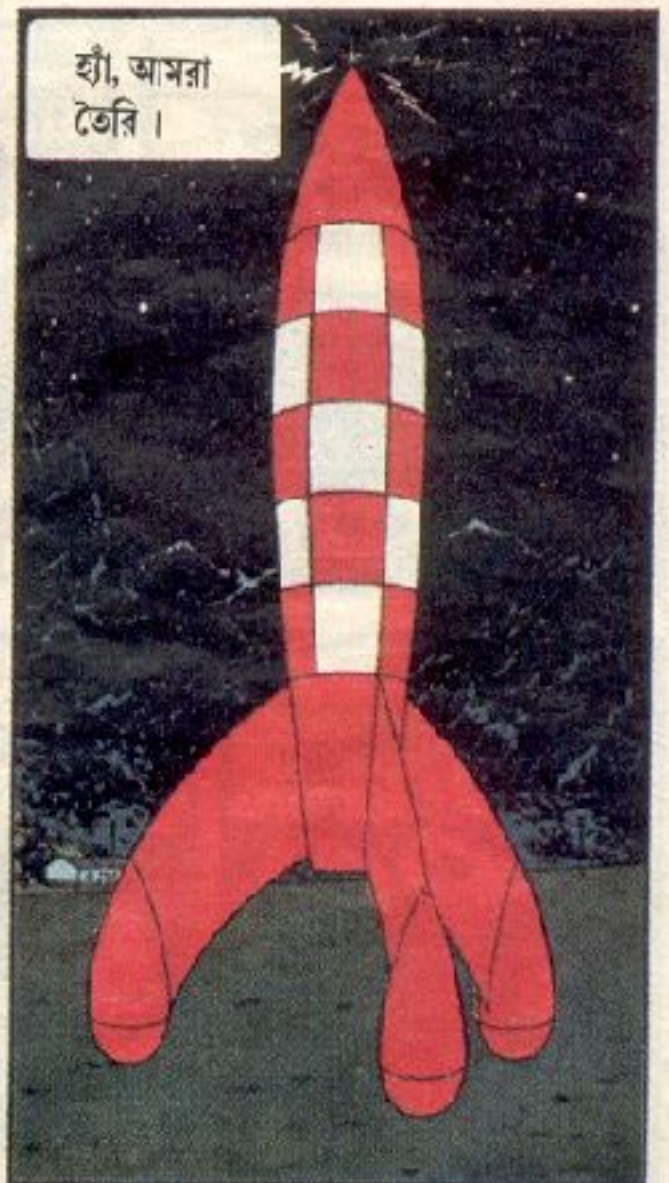
হ্যাঁ, আমরা তৈরি ।

আর্থ টু মুন-রকেট
যাত্রার আর মাত্র
বারো মিনিট বাকি !

কে জানে, আমার
হিসেবে কোথাও ভুলচুক
রয়ে গেল কি না...

দশ মিনিট...

পাঁচ মিনিট...
কে জানে কী আছে
আমাদের কপালে ।

চার মিনিট....
কুট্টুস, শিগ্গির
এসে শুয়ে পড় ।
কেন, শোব কেন ?
আমার ঘুম পায়নি ।

তিন মিনিট....
কেন যে মরতে এই
ক্যালকুলাসের কথায়
রাজি হলাম !

দু' মিনিট...
কেন এ-কাজ করলাম ?
কেন ? কেন ? কেন ?
আর তো উপায় নেই ।

এক
মিনিট....
কী হবে
এক মিনিট
বাদে ?

বোতাম টিপলে এই রকেট কি
মহাকাশে উঠবে, না বিস্ফোরণ ঘটবে ?

আর মাত্র তিরিশ সেকেন্ড...

কুড়ি সেকেন্ড...
ও কিসের আওয়াজ ?
ধক
ধক
ধক

আমারই
হৃৎপিণ্ডের শব্দ !

দশ সেকেন্ড...
যা হওয়ার একটু
পরেই তা হবে ।

নয়...আট...সাত..ছয়...পাঁচ...চার...
তিন...দুই...এক...জিরো
এবারে নিয়তির হাতে!

ওরেব্বাবা ! কী চাপ !

পিঠের ওপরে যেন একটা হাতি চেপেছে ।

রকেট তো মহাকাশে উঠল চাপের চোটে ওরা নিশ্চয়ই মূর্ছিত হয়ে পড়েছে ।

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম... রকেট ঠিকমতো এগোচ্ছে ।

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম... রকেট এখন পৃথিবী থেকে পাঁচশো মাইল দূরে । নিউক্লিয়ার মোটরের কাজ এইমাত্র শুরু হল !
এইবারে বেতার যোগা-যোগের চেষ্টা করব ।

আর্থ কলিং মুন-রকেট শুনতে পাচ্ছ ? আর্থ কলিং মুন-রকেট শুনতে পাচ্ছ ?

আর্থ কলিং মুন-রকেট... শুনতে পাচ্ছ...শুনতে পাচ্ছ ?...

অবজারভেটরি টু কন্ট্রোল রুম...রকেট এখন এক হাজার মাইল দূরে। ওদের সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ করা গেছে কিনা জানাও...

আর্থ কলিং মুন-রকেট...শুনতে পাচ্ছ ?...আর্থ কলিং মুন-রকেট...
কন্ট্রোল রুম টু অবজারভেটরি...রকেট কোনও উত্তর দিচ্ছে না !

আর্থ কলিং মুন-রকেট শুনতে পাচ্ছ ? আর্থ কলিং...
কোনও গণ্ডগোল ঘটল নাকি ?

কেন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না ?

কী হল টিনটিন, ক্যালকুলাস, ক্যাপ্টেন আর কুট্টুসের ?

উত্তর আছে 'চাঁদে টিনটিন' চিত্রকাহিনীতে ।
দু'সংখ্যায় সমাপ্য টিনটিনের এই সম্পূর্ণ রঙিন
চিত্রকাহিনীটি প্রকাশিত হবে 'আনন্দমেলা'র ৩০ মার্চ ও
১৩ এপ্রিল সংখ্যায় ।